রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ৩০, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)
শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ৩১ বৈশাখ ১৪২৫/১৪ মে ২০১৮

বিষয় : **ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ) কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের বিধিমালা-২০১৮।**

নং **এসএমসিআইএফ/প্রঃকাঃ/হিসাব/সিপি ফান্ড-১৯/২০১৬-১৬৮**—উপর্যুক্ত বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)-এর কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিলের বিধিমালা-২০১৮ নিম্নরূপভাবে প্রণয়ন করা হইল :

অঙ্গীকারনামা (Deed of trust)

এই অঙ্গীকারনামা ০৯.০৪.২০১৮ তারিখে স্বাক্ষরিত হয় **"ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)"**-এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা'২০১৫-এর ১৬.০ হইতে ১৮.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এবং যাহার প্রধান কার্যালয় মালেক ম্যানশন (৯ম তলা), ১২৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ইহার পর হইতে **"ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)"**-এর কর্মকর্তা/কর্মচারী(যাহারা বর্ণিত ভবিষ্য তহবিলের সদস্য) অথবা তাহাদের উত্তরাধিকারীগণকে ১ম পক্ষ হিসেবে বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হইবে —

এবং

০১. নির্বাহী পরিচালক;

০২. উপ-ব্যবস্থাপক;

০৩. মনিটরিং কর্মকর্তা;

০৪. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ;

উপরোক্ত ০৪(চার) জনকে ট্রাস্টি বোর্ড তথা ২য় পক্ষ বুঝাইবে।

অতঃপর পরবর্তী ট্রাস্টি শব্দটি আলোচ্যসূচির ভিতরে ব্যবহৃত হইলে উহা দ্বারা দ্বিতীয় পক্ষ হিসাবে ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিগণকে বুঝাইবে কারণ **ফাউন্ডেশন** তাহার সহিত সরাসরি বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট **কর্মকর্তা/কর্মচারীদের** স্বার্থের জন্য একটি ভবিষ্য তহবিল গঠন করিয়াছে।

এখন এই লিখিত চুক্তিপত্র যথাযথভাবে সাক্ষ্য সম্পাদনের মাধ্যমে গৃহীত হইল এবং **"ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)"**-এর কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল নামে এবং ভবিষ্য তহবিল স্থাপনের ঘোষণা দেওয়া হইল এবং ২০১৮ সালের ০১ জুলাই হইতে ইহা কার্যকর হইবে এবং নিম্নবর্ণিত ধারাসমূহ অনুযায়ী বিধিবদ্ধ করা হইল যাহা উভয় পক্ষই পালন করিতে সম্মত এবং বাধ্য থাকিবে।

উপ-বিধিসমূহ

"ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)" এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা'২০১৫ - এর ১৬.০ হইতে ১৮.১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের পূর্ব অনুমোদনক্রমে গঠিত কমিটি কর্তৃক নিম্নলিখিত বিধিমালা প্রণীত হয় :

ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ) সহায়তা নির্ভর কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল উপবিধি'২০১৮

০১. সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রারম্ভ :—

(অ) এই উপবিধিসমূহ ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ) সহায়তা নির্ভর কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল উপবিধি'২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(আ) পরবর্তীতে নিম্নলিখিত ধারাগুলি অতিসত্বর কার্যকরী হইবে।

০২. সংজ্ঞা :

(অ) এই উপধারাসমূহের বিষয়বস্তু বা প্রসঙ্গে কোনরূপ ব্যত্যয় না ঘটিলে নিম্নবর্ণিতভাবে অর্থবোধক হইবে।

(ক) **"ভবিষ্য তহবিল"** দ্বারা এই উপবিধিসমূহ ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ) সাহায্য নির্ভর কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল বুঝাইবে যাহা সংশ্লিষ্ট উপবিধি ও ধারায় বিধিবদ্ধ থাকা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

(খ) "উপবিধি" শব্দটি দ্বারা এই তহবিলের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বুঝাইবে যাহা সংশ্লিষ্ট উপবিধি সমূহ বলবৎ থাকা পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(গ) "ফাউন্ডেশন" বলিতে "ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)-কে বুঝাইবে।

(ঘ) "বোর্ড" বলিতে ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ বুঝাইবে।

(ঙ) ট্রাস্টি বলিতে এই ভবিষ্য তহবিলের ট্রাস্টিগণ-কে বুঝাইবে। পূর্বচুক্তি মোতাবেক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত নিয়োজিত বা মনোনীত হইবেন।

(চ) **"কর্মচারী"** বলিতে ফাউন্ডেশনের বেতন কাঠামোর আওতায় একজন বেতনভোগী কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে বুঝাইবে যিনি প্রধান কার্যালয়, জেলা কার্যালয় অথবা অন্য কোন উপ-কার্যালয়ে কর্মরত আছেন।

কিন্তু নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উক্ত অর্থ প্রযোজ্য হইবে না :—

১) প্রেষণে প্রেরিত কর্মকর্তা বা কর্মচারী, তাহাদের প্রেষণের শর্তাবলিতে যদি সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে।

২) খণ্ডকালীন কর্মকর্তা এবং কর্মচারী।

৩) চুক্তিবদ্ধ কর্মকর্তা বা কর্মচারী, তাহাদের চুক্তির শর্তাবলিতে যদি সুনির্দিষ্টভাবে কোনকিছু উল্লেখ না থাকে।

৪) নির্ধারিত পারিশ্রমিকে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

৫) দৈনিক মজুরী ভিত্তিতে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী।

(ছ) **"সদস্য"** বলিতে সংশ্লিষ্ট ধারায় বিধিবদ্ধ তহবিলের সদস্য বুঝাইবে।

(জ) **"বিরতিহীন চাকরি"** বলিতে ফাউন্ডেশনে কর্মরত অবস্থায় বিরতিহীন কার্যকাল বুঝাইবে। দুর্ঘটনা, অনুমোদিত ছুটি, অসুস্থতা ইত্যাদি কর্মচারীর অনিচ্ছাকৃত কারণে কাজে অনুপস্থিতি এই বিরতিহীন কার্যকালের আওতায় আসিবে না।

(ঝ) **"বেতন"** বলিতে বেতনাদির ঐ অংশকে বুঝাইবে যাহা বেতন কাঠামোর আওতায় বিধিবদ্ধভাবে বেতন বলিয়া আখ্যায়িত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে মঞ্জুরীকৃত বিশেষ বেতন অথবা নিজস্ব বেতনও ইহার আওতাভুক্ত হইবে। কিন্তু বিধান মোতাবেক মঞ্জুরীকৃত যাহা ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে গণনা করা হইবে না, এমন ধরনের নিজস্ব বেতন ইহার আওতাভুক্ত হইবে না।

(ঞ) **"সন্তান সন্ততি"** তহবিলের সদস্যগণের বৈধ সন্তানাদি ও দত্তক হিসাবে গৃহীত সন্তানাদি বুঝাইতে শব্দটি ব্যবহৃত হইবে, যদি ট্রাস্টিগণ বিধানগতভাবে ও ব্যক্তিগত আইনের আওতায় দত্তক গ্রহণ করা হইয়াছে বলিয়া সন্তুষ্ট হন।

(ট) **"পরিবার"** পরিবার বলিতে সদস্য/সদস্যার স্ত্রী, স্ত্রীগণ অথবা স্বামী (যে ক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য) সন্তান-সন্ততি এবং মৃত পুত্র/পুত্রগণের বিধবা স্ত্রী/স্ত্রীগণ এবং সন্তান সন্ততি বুঝাইবে। প্রকাশ থাকে যে, যদি কোন সদস্য প্রমাণ করে যে, সদস্য যে সম্প্রদায়ভুক্ত-সেই সম্প্রদায়ের রীতি অনুযায়ী ভরণ-পোষণের দাবীদার স্ত্রী, স্ত্রীগণ বা স্বামী এখন হইতে সদস্যের পরিবারের সদস্য থাকিবেনা এই মর্মে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে ট্রাস্টিগণকে অবহিত না করা পর্যন্ত তাহারা সদস্যের পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(ঠ) **"নির্ভরশীল"** বলিতে সদস্য/সদস্যার নিম্নলিখিত আত্মীয় পরিজন বুঝাইবে :- স্ত্রী, স্ত্রীগণ, মাতা-পিতা, স্বামী, সন্তান-সন্ততি, নাবালক ভ্রাতা, অবিবাহিত ভগ্নী, মৃত পুত্রের স্ত্রী এবং তস্য সন্তানাদি এবং মৃত বিধবা ভগ্নীর সন্তানাদি যে ক্ষেত্রে ঐ ভগ্নি মৃত্যুকাল পর্যন্ত বিধবা ছিলেন।

(ড) **"অর্থ বৎসর"** বলিতে জুলাই মাসের পহেলা তারিখ হইতে পরবর্তী বছরের জুন মাসের শেষ তারিখ পর্যন্ত সময়কাল বুঝাইবে।

(ঢ) **"চাঁদা"** বলিতে তহবিলের সদস্যের হিসাবের অনুকূলে "ফাউন্ডেশন" কর্তৃক জমাকৃত অর্থের পরিমাণ বুঝাইবে।

(ণ) **"সদস্যের চাঁদা"** বলিতে সদস্যের হিসাবের অনুকূলে সদস্য কর্তৃক জমাকৃত/মাসিক বেতন হইতে কর্তিত অর্থের পরিমাণ বুঝাইবে।

(ত) **"স্বত্বাধিকারী"** বলিতে সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে যাহার স্বার্থের জন্য ট্রাস্টি গঠন করা হইবে।

(আ) এই বিধিসমূহে ব্যবহৃত অন্যান্য সকল শব্দ এবং শব্দরাশি ২০১৫ সালের **"ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)"**-এর কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালায় ব্যবহৃত অর্থের অনুরূপ হইবে।

০৩। তহবিলের সংস্থাপন এবং বিলুপ্তিকরণ :

এই তহবিল বিধিবদ্ধভাবে ট্রাস্টিগণের মাধ্যমে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অপরিবর্তনযোগ্য বিধান সমূহের আওতায় স্বত্বাধিকারীগণের সম্মতিক্রমে তাহাদের স্বার্থসংরক্ষনের নিয়ন্ত্রণ বিধানকল্পে এই বিধানাবলি ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ কর্তৃক বিলুপ্তিকরণের পূর্ব পর্যন্ত চালু থাকিবে।

০৪। বিধিসমূহের ব্যাখ্যা :

সময়োপযোগীভাবে কার্যকর সংশ্লিষ্ট বিধি অথবা এইরূপ অন্যকোন বিধিবলে এই তহবিল পরিচালিত হইবে এবং ট্রাস্টিগণ দ্বারা ইহার ব্যাখ্যা করা হইবে, যাহাদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং সদস্যগণ তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন।

০৫। বিধির পরিবর্তন :—

সরকারী বিধি-বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে ভবিষ্যতে **ফাউন্ডেশন** কর্তৃক এই বিধিমালার যে কোন বিধি বা উপবিধির পরিবর্তন, অন্যথাকরণ, সংশোধন, মন্তব্য, রহিতকরণ অথবা সংযোজন করা যাইবে।

০৬। তহবিলের ট্রাস্টিবৃন্দ এবং পরিচালনা :—

ক) তহবিলের দায়িত্ব ০৪ জন ট্রাস্টির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

অ) ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ট্রাস্টি বোর্ডের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

আ) ফাউন্ডেশনের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ট্রাস্টি বোর্ডের সচিব হইবেন।

ই) অন্য ০২ জন ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

খ) **সচিব :** সচিব ট্রাস্টিগণ কর্তৃক প্রদত্ত সকল নোটিশ, দলিল এবং অন্যান্য লিখিত কাগজপত্রাদি গ্রহণ করিবেন এবং ট্রাস্টি তহবিলের পক্ষে সকল লিখিত কাগজপত্রাদি স্বাক্ষর করিতে পারিবেন এবং ট্রাস্টিগণ কর্তৃক তাহাকে প্রদত্ত বিধিসম্মত ক্ষমতা ও অধিকার তিনি প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

গ) ট্রাস্টিবৃন্দ :—

নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তহবিলের ট্রাস্টি হইবেন :

০১. নির্বাহী পরিচালক;

০২. উপ-ব্যবস্থাপক;

০৩. মনিটরিং কর্মকর্তা;

০৪. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা;

ঘ) **ট্রাস্টিগণের অবসান, বিলোপ সাধন, অযোগ্যতা, অপসারণ এবং নিয়োগ :** একজন ট্রাস্টি মৃত্যুবরণ করিলে বা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিলে **ফাউন্ডেশনের** চেয়ারম্যান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কর্মকর্তাকে ট্রাস্টি হিসেবে নিয়োগ দিতে পারিবেন এবং কোন ট্রাস্টি অপ্রকৃতস্থ হইলে অথবা দেওলিয়া হইলে অথবা নৈতিক কারণে দোষী সাব্যস্ত হইলে **ফাউন্ডেশনের** চেয়ারম্যান তাঁহাকে অপসারণ বা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

ঙ) অবশিষ্ট ট্রাস্টিগণের দায়িত্ব পালনের উপযুক্ততা :

ট্রাস্টির শূন্যপদ সংখ্যা পূরণ না করিয়া যদি তাহা অন্যূন তিন হয় তবে অবশিষ্ট ট্রাস্টিগণ তাহাদের দায়িত্ব যথারীতি পালন করিবেন।

চ) তহবিলের সম্পত্তি এবং উহার স্থানান্তর পদ্ধতি :

কোন এক বা একাধিক ট্রাস্টির মৃত্যু, পদত্যাগ, অবসরগ্রহণ, অপসারণ বা বরখাস্তজনিত কারণে শূন্যপদ/পদসমূহ বাকী মেয়াদকালের জন্য সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক নতুন ট্রাস্টি নিয়োগ বা মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করা যাইতে পারে। সেই ক্ষেত্রে সম্পত্তি/ জামানত যাহা উক্ত বিদায়ী ট্রাস্টির অধিভুক্ত ছিল এবং যাহা ট্রাস্ট তহবিলের অংশ হিসাবে জমা হইতেছিল, উক্ত সম্পত্তি/জামানত বিদায়ী ট্রাস্টি/ট্রাস্টিগণের নিকট হইতে বর্তমান/ কর্মরত ট্রাস্টিগণের এবং নতুন নিয়োজিত/মনোনীত ট্রাস্টিগণের নিকট প্রচলিত প্রথানুযায়ী কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই হস্তান্তরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

ছ) ট্রাস্টিগণের দায় এবং ক্ষতিপূরণ :

অ) ট্রাস্টিকর্তৃক তহবিলের অর্থ বিনিয়োগের পর কোনরূপ লোকসান হইলে তাহা যদি ট্রাস্টির প্রত্যক্ষ অনীহা এবং উদাসীনতা বা প্রতারণার কারণে ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে তহবিলের উক্ত ক্ষতি সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টিকর্তৃক পূরণ করা হইবে। তহবিলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কোন দাবীর ক্ষেত্রে সকল কার্যবিবরণী, মামলা মোকদ্দমা দাবীনামা, লোকসানজনিত ব্যয় এবং খরচাদিও সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টি বহন করিবেন, যদি তাহা উক্ত ট্রাস্টির ইচ্ছাকৃত অবহেলা বা প্রতারণার কারণে ঘটিয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

আ) কোন ট্রাস্টি এমন কোন ক্ষতির জন্য দায়ী হইবেন না যাহার দায় তাহার উপর প্রত্যক্ষভাবে আরোপ করা যায় না।

জ) ট্রাস্টিগণের সম্মানী :

১) একজন ট্রাস্টি সাধারণভাবে সম্মানি প্রাপ্তির অধিকারী হইবেন না অথবা সময়ে সময়ে **ফাউন্ডেশনের** পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানী পাইতে পারেন। তবে তাহা এই তহবিল হইতে পরিশোধযোগ্য হইবে না। বরং উহা **ফাউন্ডেশন** কর্তৃক প্রদানযোগ্য হইবে।

ঝ) ট্রাস্টিগণের কার্যাবলি :

১) নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তহবিলের পরিচালক মণ্ডলীর উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকিবে।

২) ফাউন্ডেশনের নিজস্ব চাঁদা এবং সদস্যগণের প্রদত্ত চাঁদার হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং বিধি মোতাবেক সদস্যগণের প্রাপ্য পরিশোধ করিবেন।

ঞ) ট্রাস্টিগণের অধিবেশনের সভাপতি এবং কার্যবিবরণী :

১) **ফাউন্ডেশনের** নির্বাহী পরিচালক, ট্রাস্টের পরিচালক নিযুক্ত হইবেন। ট্রাস্টি বোর্ডের সভার কোরাম পূর্ণ হইবে সর্বনিম্ন তিনজন ট্রাস্টির উপস্থিতিতে। ট্রাস্টের পরিচালক অথবা তাহার অনুপস্থিতিতে পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন ট্রাস্টি যে কোন সময় সভা আহ্বান করিতে পারিবেন। সবার স্থান **ফাউন্ডেশনের** প্রধান কার্যালয় অথবা যে কোন স্থানে হইতে পারে যাহা বিভিন্ন সময়ে পরিচালক কর্তৃক স্থিরকৃত হইবে। সভায় কোন প্রশ্ন বা সমস্যার সমাধান ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে স্থির হইবে। ভোট সমান হইলে সেই ক্ষেত্রে সভাপতির ভোট গণনা করা হইবে। পরিচালকের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত ট্রাস্টি সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

২) ট্রাস্টিগণের কোন সভার কোরাম পূর্ণ হইলে সেই সভায় ট্রাষ্টিগণের হাতে অর্পিত সকল ক্ষমতা অথবা কোন আইনগত অধিকার অথবা স্বাধীনতা ইত্যাদি বিষয়গুলি আলোচিত হইবার যোগ্যতা রাখে।

৩) ট্রাস্টিগণ সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণের জন্য তাহা প্রস্তুত করিবেন এবং তাহাদের সকল সিদ্ধান্ত এবং প্রতিবিধান ব্যবস্থাসমূহ একটি কার্যবিবরণী বহিতে সংরক্ষণ করিবেন। কার্যবিবরণীতে বর্ণিত বিষয়াবলি প্রাথমিক প্রমাণ হিসাবে গৃহীত হইবে যদি তাহা উক্ত সভার চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় অথবা পরবর্তী সভার চেয়ারম্যান কর্তৃক নিশ্চিত করা হয়।

ট) পরিচালনা ব্যয় :

হিসাব নিরীক্ষকের ফি, হিসাব বহি এবং স্টেশনারী দ্রব্যাদির খরচসহ তহবিলের অন্যান্য সম্ভাব্য আনুষঙ্গিক ব্যয় **ফাউন্ডেশন** বহন করিবে।

৭) সদস্য হওয়ার যোগ্যতা :

ফাউন্ডেশনের অধীন যে কোন স্থানে নিয়োজিত/কর্মরত সকল কর্মচারী এই তহবিলের সদস্য হইবার যোগ্য। নিম্নলিখিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তহবিলের সদস্য হইবার যোগ্য নহেন :—

ক) প্রেষণে প্রেরিত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ, যদি নির্দিষ্টভাবে প্রেষণে প্রেরণের শর্তাবলি উল্লেখ না থাকে।

খ) খণ্ডকালীন কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

গ) চুক্তি ভিত্তিতে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ যদি নির্দিষ্টভাবে চুক্তির শর্তাবলিতে উল্লেখ না থাকে।

ঘ) নির্ধারিত বেতনে নির্দিষ্ট কাজে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

ঙ) দৈনিক ভিত্তিতে নিয়োগকৃত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ।

০৮। সদস্যপদ :

ক) **ফাউন্ডেশনের** সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী যাহারা ২০১৫ সালের ০২রা আগস্ট অথবা তৎপরবর্তী সময়ে **"ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)"**-এর কাজে স্বেচ্ছায় যোগদান করিয়াছেন বা ভবিষ্যতে যোগদান করিবেন। এই জন্য তাহাদিগকে তফসিল-'ক'তে প্রদর্শিত চুক্তিপত্রে অথবা এই ধরনের অন্যকোন ফরমে স্বাক্ষর করিতে হইবে যাহা বিভিন্ন সময়ে নিদিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে।

খ) কোন কর্মচারী তহবিলের সদস্য হইবার যোগ্য কিনা এতদসংক্রান্ত যে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে তাহা ফাউন্ডেশনের কাছে প্রেরিত হইবে এবং ফাউন্ডেশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য তাহা প্রযোজ্য হইবে।

গ) তহবিলে যোগদান করিবার পর কোন সদস্যের পদত্যাগ অনুমোদনযোগ্য হইবে না যতক্ষণ তিনি **ফাউন্ডেশনের** চাকুরীতে থাকিবেন।

ঘ) সদস্যপদ হইতে অপসারণ :—

যদি তহবিলের কোন সদস্য **ফাউন্ডেশনের** চাকুরী হইতে অব্যাহতি পান বা চাকুরীচ্যুত হন, সেই ক্ষেত্রে তহবিলের সদস্য পদ হইতে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইবে।

০৯। সদস্যের চাঁদা :—

ক) তহবিলের সদস্য পদে যোগদানের পর হইতে একটি নির্দিষ্ট শতকরা হারে প্রত্যেক সদস্যকে তহবিলে চাঁদা দিতে হইবে। এই হার বিভিন্ন সময়ে **ফাউন্ডেশন** কর্তৃক সদস্যের বেতন হইতে স্থির করা হইবে। বর্তমানে চাঁদার হার মূল বেতনের ১০%।

খ) সদস্যের বেতন হইতে প্রত্যেক মাসিক বেতনের সময় উক্ত শতকরা হারে চাঁদার টাকা কর্তন করা হইবে যাহা **ফাউন্ডেশন** কর্তৃক পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ট্রাস্টের তহবিলে প্রদান করা হইবে।

গ) সাময়িকভাবে বরখাস্তজনিত কিংবা দীর্ঘ ছুটির কারণে তহবিলের হিসাব হইতে সদস্যের চাঁদার টাকা কর্তন যদি স্থগিত রাখা হয় তবে সেই ক্ষেত্রে উক্ত সদস্য চাকুরীতে পুনঃস্থাপিত বা চাকুরী পুনরারম্ভ করিলে তাহার বকেয়া বেতন বা সাধারণ বেতন হইতে চাঁদার টাকা কর্তন করা হইবে।

১০। ফাউন্ডেশনের চাঁদা :—

ক) **ফাউন্ডেশন** প্রতিমাসে ৯(ক) উপধারায় বর্ণিত হারে প্রতিমাসে দেয় সকল সদস্যের চাঁদার মোট টাকার ৮.৩৩% হারে তহবিলে প্রদান করিবে। উক্ত অর্থ পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে ট্রাস্টি তহবিলের নিকট অর্পণ করিবে যাহাতে উহা সংশ্লিষ্ট নীতিমালা অনুযায়ী **ফাউন্ডেশনের** চাঁদা হিসাবে হিসাবভুক্ত এবং কার্যকরী হয়। কোনভাবেই **ফাউন্ডেশনের** এই অনুদান সদস্যগণের নিজস্ব চাঁদার অতিরিক্ত হইবে না, যাহা প্রতিবছরের বিভিন্ন সময়ে **ফাউন্ডেশন** কর্তৃক নির্দিষ্টহারে নির্ধারিত হইয়া থাকে।

খ) **ফাউন্ডেশনের** নির্ধারিত চাঁদার পরিমাণ নিম্নরূপ :

ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্ধারিত চাঁদার পরিমাণ ৮.৩৩% হইবে, যাহা **ফাউন্ডেশন** কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

গ) **ফাউন্ডেশনের** চাঁদা জেলা কার্যালয়গুলোর সার্ভিস চার্জ হিসাব হইতে পরিশোধ করা হইবে।

১১। হিসাব পদ্ধতি :—

এই নীতিমালার হিসাবপত্র সর্বাপেক্ষা নিকটতম টাকার অংকে কষিতে হইবে। অর্থাৎ ৫০ পয়সা এবং তাহার উর্ধ্বের অংককে এক টাকা হিসাবে ধরা হইবে এবং ৫০ পয়সার নিচের অংককে অগ্রাহ্য করা হইবে ।

১২। **ব্যাংক একাউন্ট পরিচালনা :—**

ক) যে শিরোনামে তহবিলের বিনিয়োগ রাখা হইবে :

তহবিলের সমস্ত বিনিয়োগ এবং ব্যাংক হিসাবসমূহ তহবিলের নামে অর্থাৎ **"এসএমসিআইএফ সহায়তা নির্ভর কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল"** এই শিরোনামে রক্ষিত হইবে।

খ) ট্রাস্টিগণ বিভিন্ন সময়ে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাহাদের যে কোন দুইজনকে স্বাক্ষর স্থানান্তরের অনুমোদন অথবা তৎকর্তৃক গচ্ছিত জামিনের অর্থ প্রদানের ক্ষমতা দিতে পারেন এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাহাদের যে কোন দুইজনকে চেক, ড্রাফট, লাভের টাকা প্রদানের অনুমতিপত্র অথবা রশিদসমূহ স্বাক্ষর কিংবা অনুমোদন করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারেন।

১৩। **হিসাব পদ্ধতি :—**

ক) হিসাব বহিসমূহের কার্যোপযোগিতা :

ট্রাস্টিগণ প্রয়োজনীয় সকল হিসাববহি **এসএমসিআইএফ-এর** ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে সংরক্ষণ করিবেন যাহাতে তাহাদের নিকট আগত অর্থের আদান প্রদান বিন্যস্ত থাকে এবং তহবিলের সদস্যের ব্যক্তিগত হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

খ) ব্যক্তিগত হিসাব সমূহ :—

বিভিন্ন সময়ে প্রত্যেক সদস্যের দেয় চাঁদার অর্থ ৯নং ধারা মোতাবেক অবিলম্বে প্রদান পূর্বক তহবিলের বহিতে হিসাবভুক্ত করিতে হইবে এবং উহা প্রত্যেক সদস্যের নামের হিসাবে জমা করা হইবে। এইরূপ হিসাবকে "নিজস্ব হিসাব" রূপে আখ্যায়িত করা হইবে। বিভিন্ন সময়ে **ফাউন্ডেশন** কর্তৃক দেয় অর্থ ১০নং ধারা মোতাবেক অবিলম্বে প্রদানপূর্বক তহবিলের বহিতে হিসাবভুক্ত করিতে হইবে এবং তাহা পৃথক একটি হিসাবে সদস্যগণের নামে জমা করা হইবে।

১৪। **তহবিলের জমা :**

ফাউন্ডেশন এবং ট্রাস্টিগণ কর্তৃক নির্বাচিত কোন তফসিলি ব্যাংকে ট্রাস্টিগণ বিভিন্ন সময়ে যৌথভাবে তহবিলের অর্থ তহবিলের নামে খোলা একটি ব্যাংক একাউন্টে জমা করিবেন। একটি মাত্র **"STD"** হিসাবে সদস্যগণের চাঁদা এবং **ফাউন্ডেশন প্রদত্ত চাঁদা** জমা করিবেন।

১৫। **বিনিয়োগ :—**

ক) বিভিন্ন সময়ে সদস্যগণ এবং ফাউন্ডেশন কর্তৃক চাঁদা হিসাবে প্রদত্ত সকল অর্থ ট্রাস্টিগণের হিসাবে প্রদান করা হইবে এবং পূর্বেকার মত একটি **"STD"** হিসাবে সঞ্চিত হইবে। সুদ বা অন্য কোনভাবে অর্জিত সকল অর্থ এবং তহবিলের কাজে অতিসত্তর প্রয়োজন হইবে না, এমন অর্থসমূহ বিভিন্ন সময়ে ট্রাস্টিগণ সুবিধানুযায়ী

নিরাপদে তহবিলের নামে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন। সেই সঙ্গে ট্রাস্টিগণকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হইবে যাহাতে তাহারা সুবিধামত যে কোন সময়ে এইরূপ বিনিয়োগের পরিবর্তন, স্থানান্তর, অথবা অনুরূপ করিতে পারেন যাহা একইসঙ্গে তহবিলের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হইবে।

খ) **উপরের ক)** উপবিধিতে কোন বিধি নিষেধ না থাকিলে ট্রাস্টিগণ অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন যাহাতে তাহারা ট্রাস্টের অর্থ কোন তফসিলি ব্যাংকে দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় হিসাবে অথবা জাতীয় সঞ্চয় পত্র, প্রতিরক্ষা সঞ্চয়পত্র যাহা দ্রুত ভাঙ্গানো যায় এবং সর্বাধিক আয় প্রদান করে এমন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করিতে পারিবেন।

১৬। বার্ষিক হিসাব :—

ক) প্রতিবছর ৩০শে জুনের পর যতদ্রুত সম্ভব ট্রাস্টিগণ একটি হিসাব-নিকাশপত্র **(Balance Sheet)** এবং একটি রাজস্ব হিসাব প্রস্তুত করিবেন যাহাতে ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত তহবিলে জমাকৃত মোট অর্থ, সুদ হইতে অর্জিত এবং জামানতের উদ্বৃত্ত অর্থ যে কোন দানের অর্থ সকল সদস্যের মধ্যে বণ্টনের জন্য সন্নিবেশিত হইবে। অন্যান্য অর্থসমূহ (যদি থাকে) পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষরূপে হিসাবে জমা হইবে এবং ট্রাস্টিগণ বিবেচনার সঙ্গে এইরূপ আয়ের একটি বাৎসরিক হার ধার্য করিবেন যাহা উপরে বর্ণিত ৩০শে জুন তারিখ পর্যন্ত জমার সঙ্গে প্রত্যেক সদস্যের **"নিজস্ব চাঁদার হিসাব" এবং "ফাউন্ডেশনের চাঁদার হিসাবে"** অতিরিক্ত অর্থসমূহসহ উভয় হিসাবে যুক্ত হইবে। যে সমস্ত সদস্য বিনিয়োগকৃত অর্থের সুদ গ্রহণে ইচ্ছুক নহেন, লিখিতভাবে তাহারা তাহাদের ইচ্ছা ট্রাস্টিগণকে জানাইবেন এবং তাহাদের সুদের অংশ "সংরক্ষিত বিনিয়োগ তহবিলে" **(Investment Reserve Fund)** স্থানান্তরিত করা হইবে।

খ) বিনিয়োগ হইতে অর্জিত সুদ এবং তাহার সমন্বয় ঃ

প্রতি বৎসর ৩০ শে জুন অথবা তাহার পর যতদ্রুত সম্ভব দীর্ঘ মেয়াদী সঞ্চয় হিসাব হইতে ঐ সময়ে প্রযোজ্য এমন হারে উদ্ভূত সুদ স্থিরপূর্বক উহা উপরোক্ত ক) রাজস্ব হিসাবে জমা দিতে হইবে।

গ) (১) কোন সিকিউরিটিজ বন্ড (যদি থাকে) ঐ সময়ে প্রযোজ্য বাজার দরে মূল্যায়িত হইবে এবং অতিরিক্ত অর্থসমূহ **"সংরক্ষিত বিনিয়োগ তহবিলের" (Investment Reserve Fund)** মাধ্যমে সমন্বয় করা হইবে। সদস্যগণের হিসাবে বণ্টনের পর রাজস্ব হিসাবে কোন অ-বন্টনকৃত অর্থ থাকিলে উপরিউক্ত (ক) অনুচ্ছেদে নির্দেশিত পন্থায় **"সংরক্ষিত বিনিয়োগ তহবিলে"** স্থানান্তরিত হইবে।

(২) যদি কোন কর্মচারীর পক্ষ হইতে যে কোন কারণে তহবিলের সদস্যপদ হইতে অব্যাহতি লাভের দাবী উঠে সেই ক্ষেত্রে বিগত বৎসরের বণ্টনকৃত বার্ষিক আয়ের উদ্বৃত্ত অর্থের হারে অথবা অনুমোদিত সুদের হারে লাভ/পাওনা অর্থ প্রদানপূর্বক তাহার তহবিলের হিসাব পরিপূরণ করা হইবে এবং তদানুযায়ী উক্ত দাবীর নিষ্পত্তি করা হইবে।

ট্রাস্টিগণ অবশ্যই দাবীর তারিখ পর্যন্ত অনুমোদিত বিনিয়োগের পাওনা লভ্যাংশ নির্ধারন করিবেন যাহাতে দাবী করার তিন মাসের মধ্যে উহার নিষ্পত্তি হয়। যদি কর্মচারী বা দাবীদারের ভুলজনিত কারণ ছাড়া অন্য কোন কারণে দাবীর নিষ্পত্তি হইতে তিন মাসের অধিক বিলম্ব হয় সেই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পাওনা/লভ্যাংশ পূর্বেকার তারিখ পর্যন্ত প্রকৃত প্রদানের কমপক্ষে একপক্ষ কালের মধ্যে অনুমোদন করা হইবে।

(৩) তহবিল সম্পর্কিত কোন দাবী গ্রহণযোগ্য হইবে না যদি কোন কর্মচারী তহবিলের সদস্যপদ হইতে অব্যাহতি লাভের দিন হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাহা দাবী না করেন। এইরূপ ক্ষেত্রে তহবিলে সদস্যের সঞ্চয়ে যে পরিমাণ অর্থ পাওয়া যাইবে তাহা প্রথমত ঐ অব্যাহতি প্রাপ্ত সদস্যের নিকট ফাউন্ডেশনের পাওনা যদি থাকে পরিশোধের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

অবশিষ্ট অর্থ (যদি থাকে) "তামাদি এবং বাজেয়াপ্ত" (Lapses & Forfeiture) হিসাবে স্থানান্তরিত হইবে যাহা বিজ্ঞপ্তি আকারে ফাউন্ডেশনের প্রধান কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে এবং ফাউন্ডেশনের ওয়েব সাইটে (যদি থাকে) প্রকাশ করা হইবে।

(৪) উপরের (ক) এবং গ (৩) নির্দেশিত প্রক্রিয়াসমূহ ০১.০৭.২০১৮খ্রিঃ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

ঘ) সুদ নিম্নবর্ণিত হারে প্রত্যেক সদস্যের হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হইবে :

প্রতি বছর ৩০ শে জুন তারিখের পর ট্রাস্টিগণ ট্রাস্টের লাভ-ক্ষতি হিসাব প্রণয়নপূর্বক উক্ত বছরের জন্য প্রদানযোগ্য সুদ হার নির্ধারণ করিবেন।

ঙ) বার্ষিক হিসাব বিবরণী :

বার্ষিক হিসাব চূড়ান্তভাবে শেষ হওয়ার পর যত শীঘ্র সম্ভব প্রত্যেক সদস্যের হিসাবে ৩০শে জুন পর্যন্ত তারিখের বিভাজনযোগ্য লভ্যাংশ জমা হইবে এবং সংশ্লিষ্ট সদস্যের নিকট বিভাগীয় প্রধানের মাধ্যমে তাহার বিবরণ প্রেরিত হইবে। সদস্যকে বিবরণীর সত্যতা সম্পর্কে অবশ্যই নিঃসন্দেহ হইতে হইবে এবং উহাতে যদি কোনরূপ ভুল থাকে সেই ক্ষেত্রে বিবরণী প্রাপ্তির তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে তাহা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনিতে হইবে। পরবর্তীতে এইরূপ ভুলসমূহ স্বীকৃত হইবে না।

১৭। হিসাব নিরীক্ষণ/বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষণ :

ট্রাস্টিগণ ফাউন্ডেশনের পূর্ব অনুমোদনক্রমে ফাউন্ডেশনের বার্ষিক হিসাবাদি নিরীক্ষণের জন্য বাহিরের কোন যোগ্য চার্টার্ড একাউন্টেন্ট নিয়োগ করিতে পারিবেন। ফাউন্ডেশনের বিনিয়োগ সমূহ অধিক লাভজনক ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হইয়াছে কিনা তাহাও অডিটরগণ পরীক্ষা নীরিক্ষা করিবেন। অডিট ফি ফাউন্ডেশন কর্তৃক নির্বাহ করা হইবে।

১৮। অর্থের বণ্টন :

ক) এই বিধানে নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কেহ তহবিল হইতে অর্জিত নিজস্ব লভ্যাংশ নিজের জন্য দাবী করিতে পারিবেন না।

খ) সদস্য বা তাহার উত্তরাধিকারীর কোন দাবী মিটাইবার জন্য দাবী প্রদানযোগ্য হইবার তারিখ হইতে ট্রাস্টিগণ অনধিক তিন মাস সময় পাইতে পারেন। এই সময়ের মধ্যে দাবী মিটাইবার ক্ষেত্রে তাহারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

গ) এই ধরনের কোন পাওনা পরিশোধের ক্ষেত্রে তহবিলের সাময়িক আমানত হিসাবে **"STD"** রক্ষিত টাকার সংকুলান না হইলে, তহবিলের স্থায়ী আমানত হইতে উত্তোলন, সিকিউরিটিজ ভাঙ্গানো অথবা ফাউন্ডেশন হইতে সাময়িক ঋণ গ্রহণ বা সুবিধামত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ট্রাস্টিগণ ভোগ করিবেন।

১৯। সদস্যগণের প্রাপ্য যোগ্যতা :

ক) এই ধারায় প্রযোজ্য শর্তানুযায়ী একজন সদস্য তাহার সদস্যপদ বাতিল হওয়ার পর এই তহবিলে তাহার খাতে জমাকৃত নিজস্ব চাঁদার (Own Contribution Account) এবং ইহার দ্বারা অর্জিত অর্থসমূহ প্রাপ্য হইবেন যদি তাহার চাকুরীকাল সাফল্যজনকভাবে তিন বৎসর পূর্ণ হয়। তিনি যদি স্বেচ্ছায় ফাউন্ডেশনের চাকুরী ত্যাগ করেন অথবা তিনি চাকুরী হইতে ফাউন্ডেশন কর্তৃক অপসারিত/বরখাস্ত হন (যদি না অসদাচরণের দায়ে চাকুরীচ্যুত (টারমিনিটেড হন) সেইক্ষেত্রে তিনি ফাউন্ডেশনের প্রদত্ত চাঁদা, তাহার খাতে জমাকৃত সমুদয় অর্থ ও এই খাতে অর্জিত অর্থসমূহ ফেরত পাইবেন। উল্লেখ্য যে, সদস্যের নিকট ফাউন্ডেশনের কোন পাওনা থাকিলে, যদি ফাউন্ডেশন কর্তৃক সদস্যকে দেয় কোন অর্থ হইতে সেই পাওনা মেটানো সম্ভবপর না হয় সেইক্ষেত্রে হিসাব চূড়ান্ত করার সময় উক্ত পাওনা কর্তন করা হইবে।

খ) এই বিধান বলে একজন সদস্যের চাকুরীকাল গননা করা হইবে তাহার ফাউন্ডেশনের যোগদানের তারিখ হইতে। যদি কোন সদস্য ফাউন্ডেশনের চাকুরী একবার ত্যাগ করেন এবং পুনরায় ফাউন্ডেশনে যোগদান করেন, সেই ক্ষেত্রে তাহার চাকুরীকাল ফাউন্ডেশনে পুনঃ যোগদানের তারিখ হইতে গণনা করা হইবে।

গ) নিম্নবর্ণিত কারণে কোন সদস্য বরখাস্ত হইলে :

(১) স্বেচ্ছায় নয়, বরং দীর্ঘদিন অসুস্থতাজনিত কারণে যদি কোন সদস্য তাহার কর্তব্য পালনে অসমর্থ হন এবং যদি তাহা কোন মেডিক্যাল অফিসার কর্তৃক প্রত্যয়নকৃত হইয়া থাকে।

(২) কর্মচারী ছাঁটাইয়ের কারণে।

(৩) কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কর্তৃপক্ষ যদি কোন সদস্যকে বরখাস্ত হইয়া থাকেন।

(৪) চাকুরীকাল ৩ বৎসর পূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও যদি কোন সদস্য অবসর গ্রহণের বয়সে উপরীত হন।

(৫) অসদাচরণের দায়ে চাকুরীচ্যুত (ডিসমিসড) হওয়া ছাড়া কেহ যদি তাহার আয়ত্তের বাহিরের কোন কারণে বরখাস্ত হইয়া থাকেন।

উল্লিখিত সদস্যগণ ফাউন্ডেশনের চাঁদাসহ তহবিলের যাবতীয় সুবিধাদি পাওয়ার অধিকারী হইবেন।

ঘ) চাকুরীকাল যতদিনই হউক না কেন অসদাচরণের দায়ে কোন সদস্য চাকুরীচ্যুত (টারমিনিটেড হন) হইলে তাহার সদস্যপদ বিলুপ্ত হইবে এবং ফাউন্ডেশনের ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত অর্থসহ গচ্ছিত অর্থের কোন অংশই প্রাপ্য হইবেন না। তবে তার নিজ চাঁদার অংশ সুদ ব্যতিরেকে আসল ফেরত পাইবেন।

ঙ) এই বিধিমালায় "অসদাচরণ" বলিতে ফাউন্ডেশনের কর্মচারী চাকুরী প্রবিধানমালা'২০১৫ -এ বর্ণিত অর্থ বুঝাইবে।

২০। হিসাব বাতিল ও বাজেয়াপ্তকরণ :

যদি কোন বিধি বিধান প্রয়োগের মাধ্যমে কোন সদস্যের তহবিল হইতে কোন নির্দিষ্ট অংকের টাকা প্রদান স্থগিত রাখা হয় যাহা ফাউন্ডেশনের সংশ্লিষ্ট সদস্যের অন্য কোন প্রদানযোগ্য পাওনা সমন্বয় করার প্রয়োজন হইবে না উক্ত টাকা "বাতিলকৃত বাজেয়াপ্তকরণ" (Lapses & Forfeiture) হিসাবে জমা হইবে। প্রতি বছর চূড়ান্ত হিসাব শেষে উক্ত তহবিলের জমাকৃত টাকা রাজস্ব হিসাবে পূর্ব বর্ণিত উপায়ে সমন্বয়/বন্টন/উপযোজন এর মাধ্যমে স্থানান্তর করা হইবে।

২১। মনোনয়ন :

ক) প্রত্যেক সদস্য এই তহবিলে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুর পর তাহার অবর্তমানে এই তহবিল হইতে প্রাপ্য টাকা গ্রহণের জন্য এক বা একাধিক ব্যক্তিকে মনোনয়ন দান করিবেন। যদি উক্ত মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা আইনত কোন অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হন সেই ক্ষেত্রে উক্ত সদস্য একজন প্রাপ্ত বয়স্ক এবং আইনত টাকা গ্রহণে উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে উল্লিখিত অপ্রাপ্তবয়স্ক অথবা আইনত টাকা গ্রহণে অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে অর্থ গ্রহণের জন্য প্রাপ্য হিসাবে নিয়োগ করিবেন-যতদিন পর্যন্ত উক্ত মনোনীত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ প্রাপ্তবয়স্ক বা অর্থ গ্রহণে সমর্থ না হন। উল্লেখ থাকে যে, মনোনয়ন দানের সময় কোন সদস্যের পরিবার থাকিলে পরিবারের সদস্যের অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ছাড়া অন্য কাউকে মনোনয়ন দান করিতে পারিবেন না। যদি মনোনয়ন দানের সময় সদস্যের কোন পরিবার না থাকে তাহা হইলে তাহার পরিবার গঠনের সাথে সাথেই এই মনোনয়ন বাতিল হইয়া যাইবে।

খ) যদি মনোনীত ব্যক্তি একাধিক হন সেইক্ষেত্রে এই মনোনয়ন প্রাপ্ত ব্যক্তিগণের প্রত্যেকের প্রাপ্য অর্থের হার উল্লেখসহ তহবিল হইতে প্রাপ্য সম্পূর্ণ টাকা বণ্টন নির্দিষ্ট থাকিতে হইবে। মনোনীত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যদি বণ্টন হার উল্লেখ না থাকে সেই ক্ষেত্রে তাহাদের সকলের প্রাপ্য সমান বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

গ) সদস্যের জীবদ্দশায় যদি কোন মনোনীত ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন সেইক্ষেত্রে সদস্য সঙ্গে সঙ্গে উক্ত মৃত মনোনীত বা নিয়োগকৃত ব্যক্তির স্থলে অন্য কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন বা নিয়োগদান করিবেন। যদি নতুন মনোনীত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভবিষ্য তহবিলের প্রাপ্য অংশের বণ্টন হার উল্লেখ না থাকে তবে অবশিষ্ট মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রাপ্য অর্থ যথাযথ হার অনুযায়ী বণ্টিত হইবে।

ঘ) প্রত্যেক মনোনয়ন অথবা নিয়োগ এই বিধানের আওতায় প্রণীত সদস্য কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত নির্দিষ্ট ফরমে লিখিতভাবে দুইজন সাক্ষীর সম্মুখে নিষ্পন্ন করিতে হইবে এবং উক্ত সাক্ষীদ্বয় ফরমে নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর দান করিবেন।

ঙ) একটি মনোনয়ন বা নিয়োগের মেয়াদ একজন সদস্য যাহার মনোনয়ন পত্র প্রণয়নের সময় কোন পরিবার ছিল না কিন্তু পরবর্তীকালে পরিবার হওয়া পর্যন্ত অথবা মনোনয়ন বা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ত অথবা সদস্য এই বিধানবলে তাহার মনোনীত ব্যক্তি পরিবর্তনের জন্য ট্রাস্টিগণের নিকট আবেদন না করা পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে।

চ) সদস্য কর্তৃক প্রণীত প্রত্যেক মনোনয়ন বা নিয়োগ এবং এতদসংক্রান্ত পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি সেই সদস্যের নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট যথাযথভাবে দাখিল করার তারিখ হইতে বহাল ও কার্যকর হইবে।

ছ) যে সকল স্বত্ব গ্রহণযোগ্য হইবে না :

এই বিধানাবলির মনোনয়ন দান সংক্রান্ত অনুচ্ছেদ বর্ণিত বিধানের আওতায় মনোনয়ন ছাড়া কর্মচারীর চাকুরীকালে জমাকৃত তহবিলের কোন অংশ বা ইহার অর্জিত সুদের অংশ দ্বারা কর্মচারী কর্তৃক অন্য কোন চুক্তি বা এতদসংক্রান্ত প্রচেষ্টার দায়বদ্ধতা ট্রাস্টিগণ স্বীকার/অনুমোদন করিতে বাধ্য থাকিবেন না। কোন সদস্য তাহার তহবিলে জমাকৃত অর্থ বা ইহার কোন অংশ জামানত হিসাবে বা এই ধরনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। এইরূপ কোন হস্তান্তর, চুক্তি বা দায়বদ্ধতার দাবী বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং ট্রাস্টিগণ ইহা অনুমোদন করিবেন না।

২২। প্রত্যাহার :

কোন সদস্যকে তহবিলে জমাকৃত তাহার নিজ অংশের টাকা (এবং তাহার অর্জিত সুদ এর অংক হইতে নিম্নবর্ণিত শর্তে ট্রাস্টিগণ ইচ্ছা করিলে সাময়িক ঋণ বা অগ্রীম প্রদান করিতে পারিবেন।)

ক) তহবিলে কমপক্ষে দুই বৎসর চাঁদা প্রদান না করিলে কোন সদস্যকে অগ্রীম মঞ্জুর করা হইবে না এবং ট্রাস্টিগণ আবেদনকারীর আর্থিক প্রয়োজন বিবেচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত কারণ/কারণসমূহে এই অর্থ ব্যয় করা হইবে-এই বিষয়ে নিশ্চিত হইয়া অগ্রীম মঞ্জুর করিবেন:

(১) কোন সদস্য বা তাহার উপর প্রকৃত নির্ভরশীল ব্যক্তি দীর্ঘদিন রোগাক্রান্ত, হাসপাতালে চিকিৎসাধীন, অথবা দুর্ঘটনায় পতিত হইলে;

(২) সন্তান-সন্ততির পড়াশুনার ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(৩) সদস্য বা তাহার উপর প্রকৃত নির্ভরশীল কোন ব্যক্তির চিকিৎসা বা উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমনের ব্যয় নির্বাহের জন্য;

(৪) বিবাহ বা মৃত সৎকারের ব্যয় নির্বাহের জন্য যাহার দায় ধর্মীয় আচার অনুযায়ী সদস্যের উপরে বর্তায়;

(৫) গৃহ নির্মাণ, গৃহসংস্কার অথবা বাড়ি ক্রয় বা বাড়ি তৈয়ারীর নিমিত্ত জায়গা ক্রয়ের খরচ নির্বাহের জন্য অগ্রীম মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

খ) উল্লিখিত কারণ/কারণসমূহের জন্য কোন কর্মচারীর অর্জিত সুদসহ তাহার নিজ অংশের জমাকৃত টাকার সর্বোচ্চ ৭৫% অগ্রীম মঞ্জুর করা যাইতে পারে।

গ) ট্রাস্টিগণ দ্বারা লিখিতভাবে রেকর্ডকৃত বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত ছাড়া পূর্ববর্তী অগ্রীম সম্পূর্ণভাবে পরিশোধের কমপক্ষে ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে দ্বিতীয় বা পরবর্তী অগ্রীম মঞ্জুর করা যাইবে না। "সিপিএফ" খাতে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেলায় প্রথমবার ঋণ দেওয়ার পর আসলের ৫০% ঋণ আদায়/কর্তন হইলে দ্বিতীয়বার ঋণের আবেদন করিতে পারিবেন এবং দ্বিতীয়বার ঋণ অনুমোদনের সময় পূর্বের ঋণ ও ঋণের সুদ কর্তন পূর্বক দ্বিতীয় ঋণ প্রদান করা যাইবে। প্রকাশ থাকে যে কোন ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী অগ্রীমের বকেয়া পাওনাসহ উভয় অগ্রীমের মোট অর্থ উল্লিখিত (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করিবে না।

ঘ) (১) ২২ ধারার (খ) উপধারায় উল্লিখিত অগ্রীম কর্তনের মাসিক কিস্তির সংখ্যা ট্রাস্টিগণ নির্ধারণ করিয়া দিতে পারেন কিন্তু তাহা মোট ৪৮ কিস্তির ঊর্ধ্বে হইবে না এবং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে মোট কিস্তির সংখ্যা যেন সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চাকুরীর দৈর্ঘ্য সংকুলান হয়।

(২) প্রত্যেকটি কিস্তি সমান এবং পূর্ণ টাকায় হইতে হইবে। যদি অসমান কোন কিস্তি অপরিহার্য হয় সেই ক্ষেত্রে উক্ত অসমান কিস্তি কর্তন আরম্ভ প্রাক্কালে পূর্ণ টাকায় আদায় করা হইবে।

ঙ) সদস্যের মাসিক/সাময়িক বেতন বিল হইতে কর্তনের মাধ্যমে এই টাকা আদায় করা হইবে যাহা অগ্রীম প্রদানের পরবর্তী মাসের/সময়ের বেতন বিল হইতে আরম্ভ হইবে।

চ) সাহায্য নির্ভর ভবিষ্য তহবিল হইতে কর্মচারীকে প্রদত্ত অস্থায়ী অগ্রীমের সুদের কিস্তি ও বার্ষিক সুদের হার ট্রাস্টিগণ সময়ে সময়ে নির্ধারণ করিয়া দিবেন। অপরিশোধযোগ্য উত্তোলনের ক্ষেত্রে উত্তোলনের পর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর তহবিলে রক্ষিত নীট টাকার উপর সুদ প্রদান করা যাইতে পারে।

ছ) কোন সদস্য ৫২ বৎসর বয়সে উপনীত হইলে তাহাকে অর্জিত সুদসহ তহবিলে গচ্ছিত তাহার নিজ অংশের টাকার ৮০% উত্তোলন করিতে পারিবেন। এই উত্তোলন অপরিশোধযোগ্য।

জ) ঋণ বা অগ্রীম প্রদানের ক্ষেত্রে ঋণ বা অগ্রীম প্রদানের পূর্বে ফাউন্ডেশন কর্তৃক যে হারে (মূল বেতনের ৮.৩৩%) অনুদান প্রদান করা হতো ঋণ বা অগ্রীম প্রদানের পরেও একই হারে ফাউন্ডেশন অনুদান প্রদান করবে। অর্থাৎ ঋণ বা অগ্রীম প্রদানের কারণে ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রদেয় অনুদানের পরিমাণ কমবেশী হইবে না।

২৩। পরিসমাপ্তি এবং বিলুপ্তিকরণ :

ট্রাস্টিগণ যে কোন সময় ফাউন্ডেশনের ইচ্ছা ও সম্মতিক্রমে প্রত্যেক সদস্যকে ব্যক্তিগত ও লিখিতভাবে অবহিত করিয়া অথবা ফাউন্ডেশনের সদস্যগণের শেষ ঠিকানায় রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠাইয়া অথবা ই-মেইলে ফাউন্ডেশনের যেই স্থানে তহবিলের হিসাব রক্ষা করা হয় সেই প্রধান অফিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার মত কোন স্থানে উক্ত নোটিশ বোর্ডে/ওয়েবসাইটে দিয়া তহবিলের যাবতীয় খরচাদি ও দায় মিটাইবার পর সদস্যগণের তহবিলে অবশিষ্ট যে টাকা থাকে তাহা তাহাদিগকে প্রদান করার মাধ্যমে এই তহবিলের পরিসমাপ্তি ও বিলুপ্তি সাধন করিবেন। অতঃপর এই তহবিল চূড়ান্তভাবে তখনকার প্রযোজ্য বিধান মোতাবেক পরিসমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তখন হইতে শুধুমাত্র সম্পদ বিভাজনের স্বত্ব নিরূপণ ছাড়া এই তহবিলের আয়ের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না। ফাউন্ডেশনের বিলুপ্তিকরণের প্রাক্কালে উক্ত বিলুপ্তিকরণ বাধ্যতামূলক হউক বা স্বেচ্চায় হউক (পুনর্গঠন ও সংযুক্তিকরণে) এই তহবিল স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিলুপ্ত হইবে বা স্থবিরতায় পৌঁছাইবে এবং ট্রাস্টিগণ তহবিল বিলুপ্তিকরণের মাধ্যমে ইহার সম্পদ এই উপবিধিতে বর্ণিত মতে বণ্টন করিয়া দিবেন।

২৪। পরিসমাপ্তি এবং বিলুপ্তিকরণের পর সম্পদের বণ্টন :

পরিসমাপ্তি এবং বিলুপ্তিকরণের পর নগদ অর্থ এবং ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ ছাড়া সকল সম্পদ চলতি বাজার দরে বিক্রয় করিতে হইবে। হিসাব সমাপ্তকরণের তারিখে রাজস্ব হিসাব ও ব্যালেন্সসীট প্রস্তুত করিতে হইবে। রাজস্ব উদ্বৃত্ত এবং সঞ্চিত তহবিল যদি কিছু থাকে তাহা ট্রাস্টিগণ নির্দিষ্ট হারে সদস্যদের মধ্যে বন্টন করিবেন। উল্লিখিতভাবে প্রত্যেক সদস্যের তহবিলে জমা টাকার অংক তাহাদেরকে প্রদানের পরও যদি কিছু টাকা অবশিষ্ট থাকে সেইক্ষেত্রে অবশিষ্ট টাকা সম্ভব হইলে পুনরায় সদস্যগণের মধ্যে আনুপাতিক হারে বণ্টন করিতে হইবে। উল্লিখিতভাবে পুনঃবণ্টনের পরও যদি কোন টাকা উদ্বৃত্ত থাকে এবং তাহা যদি প্রকৃতপক্ষে সদস্য সংখ্যার মধ্যে বিভাজ্য না হয়, সেই ক্ষেত্রে বিভাজ্য নয় এমন অংকের উদ্বৃত্ত টাকা অনুমোদিত দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহে বণ্টন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

২৫। অসুবিধা দূরীকরণ :

এই বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কোন বিষয় উদ্ভূত হইলে অথবা এই বিধিমালায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন কোন বিষয় যদি কোন সদস্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় এবং তাহা এই বিধিমালা বা কোন আদেশ বা নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, সেইক্ষেত্রে পরিচালক পর্ষদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে; তবে উক্ত সিদ্ধান্ত প্রচলিত আইনের বা এই বিধিমালার কোনো বিধানের পরিপন্থী হইতে পারিবে না। "এই বিধিমালার কোনো ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিলে- The Contributory Provident Fund Rules, 1979 এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে"।

তফসিল-'ক'

সদস্য অন্তর্ভুক্তির আবেদন পত্র

ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ) সাহায্য নির্ভর কর্মকর্তা/কর্মচারী ভবিষ্য তহবিল ট্রাস্ট

এসএমসিআইএফ প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল, ঢাকা।

আমি.....পিতা.....
মাতা..... এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে আমি উক্ত তহবিলের আইন কানুন পাঠ করিয়া এবং বুঝিয়া ইহার সদস্য প্রাপ্তির জন্য সম্মতি প্রদান করিলাম এবং এই তহবিলের আইন-কানুন সর্বোতভাবে মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিব।

আমি এতদ্বারা এই তহবিলের বিধান মোতাবেক (যাহার অনুলিপি আমাকে প্রদান করা হইয়াছে) আমার বেতন হইতে বিভিন্ন সময়ে দেয় চাঁদা কর্তনে ও তাহা তহবিলের ট্রাস্টিগণকে প্রদানের সম্মতি দান করিতেছি।

আবেদনকারীর পূর্ণ নাম	:
বর্তমান ঠিকানা	:
স্থায়ী ঠিকানা	:
জন্ম তারিখ	:
চাকুরী প্রকৃতি	:
বর্তমান কর্মস্থল ও পদবি	:
ফাউন্ডেশনের চাকুরীতে যোগদানের তারিখ	:
বর্তমান (মূল) বেতন	:
আবেদনের তারিখ	:

আবেদনকারীর স্বাক্ষরের সাক্ষী (আবেদনকারীর স্বাক্ষর)

ট্রাস্টিগণের নিকট প্রেরিত হইল।
আবেদনকারী..... তারিখে চাকুরীতে যোগদান করিয়াছেন এবং তিনি সদস্য হইবার যোগ্য।

নির্বাহী পরিচালক
ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)

.....তারিখে তাহাকে তহবিলের অংশীদার হিসাবে গ্রহণ করা হইল।

হিসাব নং ..... তহবিলের সচিব
তারিখ :

তফসিল-'খ'

ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ), ১২৮, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
মনোনয়ন ফরম (সাহায্য নির্ভর ভবিষ্য তহবিল)

চাঁদা দানকারীর নাম :
পিতার নাম :
মাতার নাম :
চাঁদা দানকারীর পদবি :
কর্মস্থল :
তহবিলের হিসাব নং :
বৈবাহিক অবস্থা :
স্থায়ী ঠিকানা :

আমি এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, আমার মৃত্যুর পর ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)-এর সাহায্য নির্ভর ভবিষ্য তহবিলে আমার নামে জমাকৃত টাকা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে তাহাদের নামের পার্শ্বে বর্ণিত মতে বণ্টন করিয়া দেওয়া হইবে।

আমার মৃত্যুর সময়ে উল্লিখিত মনোনীত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ অপ্রাপ্তবয়স্ক থাকিলে তাহার পক্ষে এই তফসিলের ৫ম কলামে বর্ণিত ব্যক্তিকে অপ্রাপ্তবয়স্ক মনোনীত ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ করা হইবে।

মনোনীত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা	চাঁদা প্রদানকারীর সঙ্গে সম্পর্ক	প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক (বয়স উল্লেখ করিতে হইবে)	টাকা বা জমার অংশ	অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে টাকা গ্রহণকারীর নাম ও ঠিকানা	৫ম কলামে বর্ণিত ব্যক্তির পিতার নাম
১	২	৩	৪	৫	৬

দুইজন সাক্ষীর স্বাক্ষর ও পদবি :

১) .....
.....
২) .....
.....

ঠিকানা : ১) .....
.....
২) .....
.....

অবস্থান (স্টেশন) : .....
চাঁদা প্রদানকারীর স্বাক্ষর :
তারিখ :

বিভাগীয় স্বীকারোক্তি

সহায়তা নির্ভর ভবিষ্য তহবিলের জন্য আপনার প্রদত্ত মনোনয়নকৃত ব্যক্তি/ব্যক্তিগণকে এতদসঙ্গে সংযুক্ত করা হইল।

হিসাব নং .....

তারিখ : .....

নির্বাহী পরিচালক

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ কে এম রফিকুল ইসলাম
নির্বাহী পরিচালক
ক্ষুদ্র, মাইক্রো ও কুটির শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমসিআইএফ)
ও
যুগ্ম সচিব (স্বস বিসিক)
শিল্প মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ ছরোয়ার হোসেন, উপপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd